OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 18
Website: https://tirj.org.in, Page No. 150 - 162
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, published on October 2024, Page No. 150 - 162
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

প্রেমে অপ্রেমে : কবি শঙ্খ ঘোষ

শিপ্রা মণ্ডল
গবেষক, বাংলা বিভাগ
রাম কৃষ্ণ ধর্মার্থ ফাউন্ডেশন ইউনিভার্সিটি, রাঁচি
Email ID : mandalnayeksipra@gmail.com

Received Date *21. 09. 2024*
Selection Date *17. 10. 2024*

Keyword
poet, conch shell, silence, poetry, interiority, exteriority, love, unlove, contrast.

Abstract
In the history of the post-modern Jibanananda Das written Bengali poetry (1932-2021), Sankha Ghosh is a distinct pioneering poet. In modern Bengali poetry he is regarded as an artistic and naturalist poet giving a reflection of his creative mind through his poetry. In his poetry a coexistence of love and apathy is noticed. The poet's love centralizes in optimism whereas apathy to him is restlessness, despair and pessimism. During the post-independent social and political decadence and economical breach, in the midst of negativity in Bengal, the poet gives the message of hopefulness. Shouldering the liability of a poet he wanted to lead all, along the path to liberty. Remaining between contemporary tensions, the poet has ignited his values among the mass. In his poetry, there is an establishment of new self-possession in love-protests, forgiveness- attacks and devotion-anger. The poet has never restrained himself to use his mighty pen to attack the anarchy in society and culture, both abode and abroad. The love and the ignorance in Sankha's poetry have progressed swayingly. The poet did not want to be impersonal. Instead, being inspired by individual consciousness he expressed the stark reality as realistic. On the ground of this unambiguous truth, he has sowed the seeds of light and also grown crops. Through his free words Sankha has not only expressed love but he has also stated his views on indifference. The reality of love and the love of reality have mingled together in his poetry. The experience gathered by him every moment has sped up his poetry. In his creation, there is a feeling of full-hearted love and on the other hand, there is his screaming loneliness. His poetry exhibits a soft version of romanticism. The poetic mind of Shankha Ghosh is always aware of the repercussions of all the socio-political events of the day. Whenever he needed words to express his thoughts about the mayhem in the society, his inner-self came forward and provided him the voice. Finding ardent self-absorption of controlled emotion in his poetry many critics have compared him to Rabindranath Tagore but his choice of words, sharp satirical language and description of sound have uplifted him to the status of the most modern poet of his time. After being bound to the guillotine of the doctrines of religionsand casteism the helpless men got entangled in the snare of slavery. Ideologies change with time and the leaders change too but the common folk remains plunged in the same darkness. Joy of living gets erased from their life.

From time to time, they get lured of enjoying a stable economic status. Instead, they become victims of famine and an ambience of revolt gets created. The worst sufferers in these conflicts are the common folk. The theme of his poetry gets created from the poet's personal gains and losses and hopes and despairs. His simple and lucid language became the words of despair and the voice of protest. Throwing the spotlight on anxiety Sankha has illuminated the lamp of love.

Discussion

জীবনানন্দ দাশ পরবর্তী বাংলা কবিতার ইতিহাসে শঙ্খ ঘোষ (১৯৩২-২০২১) এক স্বতন্ত্র কাব্যসারথি। আধুনিক বাংলা কবিতার ধারায় একজন সুচারু মনন মানসিকতার কবি। শাব্দিক অনুশাসন, প্রায়োগিক কারসাজি থেকে স্পষ্ট হয় কবিতা নির্মাণে তিনি একজন শিল্প ও শিল্পীনির্মাতা। শুদ্ধরুচির সঙ্গে ভাষার অপার মিশ্রণের মাধ্যমে তিনি গড়েছেন অনন্য এক কাব্য জগৎ। বিশ্বাস রাখি শঙ্খ ঘোষের কবিতায় বাংলা কবিতার রসিক পাঠককুল আবহমান কাল ধরে অপরূপ রসের আস্বাদ পাবেন। সময়ের স্রোতধারায় পাঁচের দশকে বিদ্যমান বাংলা কবিতার বৈচিত্রময় বিবর্তন ও বিন্যাসে কবি সুন্দর স্বতন্ত্র পথ রচনা করেছেন। তাঁর কাব্যকলায় আন্দোলিত হয়েছে প্রেম-অপ্রেমের মৌলিক মন্ডনকলা, প্রেমে-প্রতিবাদে, ক্ষমায়-আক্রমণে, অনুরাগে-রাগে অভিনব আত্মসত্তার প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন; লিখেছেন —

"মস্ত বড়ো অন্ধকারে স্বপ্ন দিল ডুব
বেঁচে থাকব সুখে থাকব সে কি কঠিন খুব?"[১]

কবি শঙ্খ কাব্যে নারী মনস্তত্ত্বের এক রূপ দেখেন; সেখানে সহানুভূতি আর সহযোগিতার সরূপ ধরা পড়ে। দেশ-বিদেশ, সমাজ-সংস্কৃতির বিভিন্ন বৈপরীত্যে তাঁর সরল কলম গরল ঢালতে পিছু-পা হয়নি। আত্মপ্রকাশের জন্য কাব্যভাষাকে কৃত্রিমভাবে তৈরি করতে হয়নি; তা এসেছে মেঘ-বৃষ্টির মতো। আপন আত্মসত্তাকে আলোতে আনার জন্য তাঁকে হাহাকার করতে হয়নি। যা এসেছে নদীর স্রোতের মতো; নরম নারীর মতো, কখনও উত্তাল ঢেউয়ে গিয়েছে ভাসিয়ে। মন্ত্রণা দিয়ে যন্ত্রণাকে আঁকতে হয়নি তাঁকে। রবি উবাচ সাহিত্যের মা'র মতো কষ্ট করে কাঁদতে বা কাঁদাতে হয়নি তাঁকে।

শঙ্খ ঘোষ যতটা গ্রামীণ ততটাই শহুরে। শহুরে চাকচিক্য তাঁকে মোটেও গ্রাস করতে পারেনি বরং তিনি গ্রাম্য মানবিকতাকে বড় বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। শহর কর্তৃক গ্রামকে গিলে খাওয়ার যন্ত্রণার কান্নাধ্বনি তাঁর কবিতাকে প্রাণ দিয়েছে। একদিকে কালের স্রোত, অন্যদিকে সামাজিক রীতিনীতির যূপকাষ্ঠে মানবতার অসহায়তা তাঁর লেখনীতে বার বার ফুটে উঠেছে। শরীরকে যেতে হলেও কবি নিজের মনকে বলেছিলেন 'কইলকাত্তায় যামুনা'। যন্ত্রের ষড়যন্ত্রকে কবি অনুভব করেছিলেন, তাই বিকারগ্রস্ত মানবতাকে বারবার পথ দেখিয়েছে তাঁর বলিষ্ঠ কলম। সূর্য চাঁদের মাঝে যে মোহময় ভোর কিংবা মায়াবী সন্ধ্যা রয়েছে, তা তিনি খুব সুন্দরভাবে ফুটিয়েছেন।

শঙ্খ যেমন মুক্তভাষায় প্রেমের প্রকাশ করেছেন, তেমনি অপ্রেমেও তাঁর কলমে এসেছে মেদবর্জিত ভাষা; প্রেমের বাস্তবতা; বাস্তবতার প্রেম মিলেমিশে একাকার হয়েছে। কখনও তাঁকে তাঁবেদারি করতে হয়নি, হয়নি আড়াল আবডালের আশ্রয় নিতে। পাণ্ডুলিপির পাতায় ঢাকা পড়ে মরতে হয়নি তাঁর ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কোনো ভাবকে।

'কবিতার তুমি' ('নিঃশব্দের তর্জনী') নামক প্রবন্ধে শঙ্খ ঘোষের কবিসত্তার আন্তঃসম্পর্ক দারুণ ভাবে স্পষ্ট হয়েছে —

> "আমাদের অস্তিত্ব এমনিতেই ভিতর থেকে নানাখান হয়ে আছে এবং তার একটা দিক বাইরে মুখ ফেরানো, অন্য দিক ধরা আছে কেন্দ্রে। এ দু'য়ের মধ্যে সর্বায়ত সংগতি যতই ছিন্ন হতে থাকে, কবিতা হয়ে ওঠে ততোই বেদনারক্তিম, ততই টান-টান চেতনা ধরা পড়তে থাকে এই দুই বিপরীতের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে।"[২]

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 18
Website: https://tirj.org.in, Page No. 150 - 162
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

শঙ্খের কবিসত্তায় প্রেম এবং প্রেমহীনতা দারুণ দোলাচলতায় পথ পেরিয়েছে। চন্ডীদাসীয় সারল্যে আঁকা তাঁর কাব্যিক শব্দচয়ন পাঠক সম্প্রদায়কে মুগ্ধ করে। তিনি সমার্থক সহার্থক শব্দের বোঝা না বাড়িয়ে প্রত্যেক আবেগের আলপনা এঁকেছেন স্বতন্ত্র শব্দবন্ধে। বেদমন্ত্রের মতো; হারিয়ে যাওয়া নয়, নয় পরাজয়ের মালা পরে শেষের জন্য অপেক্ষা, বরং তিনি সমস্ত প্রতিকূলতা থেকে উঠে দাঁড়ানোর, ঘুরে দাঁড়ানোর মন্ত্র শুনিয়েছেন। আজীবন তিনি বিশ্বাসে বিশ্বাস রেখেছেন। আস্থা হারানোর পক্ষে তাঁর সায় ছিল না কোনোদিনই। কবি তাঁর 'আপাত সারুল্যের আড়ালে' কলমকে শানিত করেছেন। কবির কাব্যবোধ বহুরৈখিক। কথ্যরীতির কাব্যভাষা সরল হলেও ভাব বহুমাত্রিক এবং কখনো জটিল। কবি নৈর্ব্যক্তিক হতে চাননি, ব্যক্তিক চেতনায় লালিত হয়ে তিনি নিরস বাস্তবকে বাস্তবের মতো প্রকাশ করেছেন। তিনি সেই বাস্তবের বালিমাটিতে আলোর বীজ বুনেছেন; ফসলও ফলিয়েছেন —

"বাড়ি ফিরে মনে হয় বড়ো বেশি কথা বলা হলো?"[৩]

আবার গদ্যে লিখলেন —

> "মনে হয় যেন খুব বেশি বলা হয়ে গেল এই কতদিনে। সমস্ত দিনের পর গভীর রাতে বাড়ি ফিরে গ্লানির মতো লাগে।"[৪]

কখনও কথা ঝর্ণা ধারায় এগিয়ে চলে, অনেক কথাই বলে, কারণ শব্দ ব্রহ্মে পাহাড় টলে, তাই কবি শঙ্খের আন্তরিক প্রেমের প্রণীল প্রস্তাবনা —

> "কথা, কথা। যেন একটু চুপ ছিল না কোথাও, থাকতে নেই, হাতে হাত রাখতে নেই।"[৫]

আবার নীরব থাকার মাহাত্ম্যও দারুণ বোঝেন কবি শঙ্খ। কারণ নীরবতা আসল অনুভবের অন্দরমহলকে প্রস্তুত করে। সেজন্য, কবি নীরব থাকার আদুরে আলায় জানালেন –

> "এত বেশি কথা বলো কেন? চুপ করো
> শব্দহীন হও?
> পুষ্পমূলে ঘিরে রাখো আদরের সম্পূর্ণ মর্মর"[৬]

কবি শঙ্খের বিশ্বাস কিছু না বলেও অনেক কিছু বলা যায়। নিজেকে প্রকৃতির মতো প্রস্তুত রাখাই শ্রেয়। তাতে গ্রহণ ও দান দুটোই সহজ ও সুন্দর হয়। কিন্তু এর পরেই তো তিনি বলেছেন —

> "লেখো আয়ু লেখো আয়ু।"[৭]

কবি কখনো হাজার লোকের ভিড়ে একা হয়েছেন, আবার কখনও একার মাঝে হাজার মানুষের কলরব শুনেছেন। প্রতিপলে অনুভূত অভিজ্ঞতার আতসকাঁচ তাঁর কবিতাকে গতি দিয়েছে গ্রাম-শহরের গুলি-গলিতে। তাঁর সৃষ্টিতে একদিকে রয়েছে পূর্ণশশী প্রেমের অনুভূতি আর অন্যদিকে রয়েছে একাকী জীবনযাপনের হাহাকার। সৃষ্টিশীল শিল্পীর ব্যক্তিগত প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি, আশা -হতাশা, আনন্দ-বেদনায় কবিতার বপু তৈরি হয়েছে। কবির এমন বিমর্ষতার কারণ –

> "যে নীরবকে খুঁজতে বেরিয়েছিলে সবাই মিলে, কোথায় সেসব মিলিয়ে গেল বাতাসে, যেন সেসব জানতে নেই।"[৮]

নীরব শব্দব্রহ্মে আস্থা রেখে শাব্দিক কবি শঙ্খ ঘোষ 'শব্দহীন হওয়া'র কারণ বলতে গিয়ে জানান —

"লেখো আয়ু লেখো আয়ু।"[৯]

কবি শঙ্খের কবিতার শব্দযোজনা তাঁর প্রাত্যহিক জীবনের অভিজ্ঞতার অঞ্জনের অঞ্জলি। পারিপার্শ্বিক অভিঘাত সংবেদনশীল শঙ্খের মনে বিচ্ছিন্নতার জমি তৈরি করেছিল। সুন্দর শাসনের আড়ালে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক অবনতি আশাবাদী মানুষের মনে নেতিবাদী চেতনার জন্ম দেয়, এখনেই জন্ম কবির নিঃসঙ্গতা ও বিচ্ছিন্নতার। আত্মহনন

করতে যাওয়া মানবতা বনের পথে পা বাড়িয়ে তাই নিমজ্জিত হয়— বিচ্ছিন্নতার আঁধার গহ্বরে। তাই ‘তুমি’ এবং ‘আমির’ রূপকল্পে দোলাচল হয় কবি শঙ্খের কবিসত্বা —

> “খানিকটা নিষ্ঠুর শোনালেও কথাটা সত্যি যে, অনেকসময়ই কবি কথা বলেন নিজের সঙ্গে নিজে। তাঁর একটা অস্তিত্ব অপর অস্তিত্বকে প্রশ্ন করে, বিদ্রূপ করে, আঘাত করে, প্রীতি করে। এই দুইয়ের মধ্যে যাওয়া-আসাতেই কবি প্রতিমুহূর্তে অর্জন করে নিচ্ছেন এক তৃতীয় সত্তা।”[১০]

এই তৃতীয় সত্তা বোধহয় সেই শ্বাশ্বত বোধ। যা কিনা নীরব থাকে, আসলে তা ভালোবাসে, ক্ষমা করে।

সেখানে কবি আঁধারের শঙ্কিত কণ্ঠে আতঙ্কিত হতে চেয়েছেন। শাসক সরকারের বিরুদ্ধে কবি শঙ্খ ঘোষ নির্ভীক কণ্ঠে বলতে পারেন পুলিশ কখনো কোন অন্যায় করে না। যতক্ষণ তারা সরকার পক্ষের পুলিশ।

আবার বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুলের ‘কান্ডারী হুশিয়ার’ এর প্রতিবাদকে যুগের মাত্রায় বাড়িয়ে বলেন —

ভুখা মুখে ধরা গ্রাস তুলে ধরবার আগে প্রশ্ন করে সে কোন রাজনীতিক দলের। তিনি সশরীরে এবং কবিতার শরীরে দু'য়েই প্রতিবাদের ভাষা জুগিয়েছেন। তাঁর স্বতন্ত্র পর্যবেক্ষণশক্তি, সংবেদনশীল মানসিকতা ও অনুভূতিভেদ্য দৃষ্টিকোণে প্রতিফলিত হয়েছে জীবন ও বাস্তবতা। প্রান্তিক মানুষ চিরকালই অত্যাচারিত হয়, নিত্যনতুন জালিয়ানওয়ালাবাগ রচিত হয় তাদের রক্তে।

কবি শঙ্খের ‘দিনগুলি রাতগুলি’ কাব্যগ্রন্থ থেকে শুরু হয় জীবনের প্রেম-অপ্রেমের বিপ্লব। তাঁর মনন, তাঁর এষণা ও তাঁর নান্দনিক অভিজ্ঞান ভিন্নতর মাত্রা দেয় কবিতার দরবারে। যেখানে নির্জনতার নৈঃশব্দিক ভাব 'মার্জিত, সর্বংসহ' অনুভবের আড়ালে প্রস্ফুটিত হয় কবির ‘বেদনাবোধ’ ও ‘বিষণ্নতা’। এর মাঝে কবি শঙ্খের ‘দৈনন্দিন অস্তিত্ব’, আর অন্যটায় বর্তমান ‘অন্তর্গত সত্তা’। এ যেন —

> “সুনিবিড় তমস্বিনী ঘনভার রাত্রি।”[১১]

সর্বপ্রকার সঙ্গতি-অসঙ্গতি জন্য কবি শঙ্খের কবি ভাষায় সর্বত্রই বিনয়ের প্রকাশ। দাম্ভিকতা বর্জিত ভাষায় নেই কোনো অস্বাভাবিকতা; নেই অতিরিক্ততা। নৈঃশব্দিক নির্জনের ভাব এসেছে ঘুরে ফিরে। কবিতা তাঁর কাছে শুধু বক্তব্যবিকাশের মাধ্যম হয়ে ওঠেনি। তাঁর কবিতা প্রেম-অপ্রেমের দ্বিসত্তায় ধ্বনিত। কবিতা শুধু কবিতার জন্য নয় বরং কবিতাকে তিনি অকৃত্রিম প্রকৃতিজ সত্তা দিয়েছেন। তাঁর কবিতায় চিৎকারের ফুৎকারে নেই অশ্লীলতা। প্রেমের প্রকাশে নেই রগরগে ভাষায় আঁচড়। সরল ভাষা হয়েছে হতাশার ভাষ্য; প্রতিবাদের আলিম্পন। বেদনায় স্পটলাইট ফেলে প্রেমপ্রদীপ জ্বালিয়েছেন। নরম রোমান্টিসিজমে আবিল বিস্ময়ের মিষ্টি সরম দেখা গেছে। তাঁর কবিতায় অন্তর্লোকের বারান্দায় এসে দাঁড়ায় সুস্পষ্ট বাইর। বহিরাঙ্গনের কথা বলতে গেলে, অন্তর এসে ভাষা জুগিয়েছে। কবিতায় সংহতআবেগের আকুল আত্মমগ্নতা দেখে অনেকেই কবিকে রাবীন্দ্রিক তখমা দিতে চাইলেও শব্দচয়ন, ধ্বনিবর্ণন তাঁকে আধুনিকোত্তমে উত্তীর্ণ করেছে। কবির ‘বাবরের প্রার্থনা’ কবিতাতে অসাধারণ কাব্যিকসংহতি কি পরিণত, যা'তে পাঠক-কূল তৃপ্ত না হয়ে পারে না। সবকটি শব্দ যেন নিক্তি দিয়ে মাপা। একেবারে বাহুল্যবর্জিত। ভারতচন্দ্রের আধুনিক ভাষ্য— ‘আমার সন্ততি স্বপ্নে থাক’।

শঙ্খ ঘোষ তাঁর প্রথম কাব্য ‘দিনগুলি রাতগুলি’ (১৯৫৬) থেকে আপন স্বতন্ত্রপথ খুঁজে নিয়েছিলেন। তাঁর কাব্যে জপমালার কাঠির মতো একের পর এক উঠে এসেছে সামাজিক বিশৃঙ্খলা, নগরিক অস্থিরতা। এই বিষাদময়তা তাঁর শেষশ্বাস পর্যন্ত থেকেছে। প্রাসঙ্গিক কথন —

> “প্রথম কাব্য থেকেই তাঁর কবিতায় বিষাদের যে হাল্কা আস্তরণ লেগেছে তা রয়ে গেছে শেষমেষ।”[১২]

এই বিষাদময়তাই মানুষকে বড় বেশি অভিমানী করে তোলে। প্রতিবাদ আছে, আছে বিক্ষোভ, আছে অভিমান, কিন্তু তার প্রকাশও চাপা। অবরুদ্ধ যন্ত্রণায় তিনি কেঁদেছেন, অনাহারক্লিষ্ট আর্ত মানুষের দুঃখে ব্যথিত হয়েছেন। ‘যমুনাবতী’ কবিতায়

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 18
Website: https://tirj.org.in, Page No. 150 - 162
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

কবির দ্বিসত্তার দারুন বহিঃপ্রকাশ। অনাহারক্লিষ্ট আর্তমানুষের হাহাকার একদিকে, অন্যদিকে সামাজিক অবিচার ও অব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে ধ্বনিত হয়েছে কবির কলম। স্বাধীনতার জন্য আন্দোলনের বিভৎসতা, স্বাধীনতা পরবর্তী দেশের অসহায় মানুষের দুর্দশা, আবার একই সঙ্গে কিছু সংখ্যক মানুষের বিলাস বৈরাগ্য শঙ্খের কাব্যভাষা গর্জে উঠেছে—

"সদ্য থেমেছে মন্বন্তরের মারণ-উৎসব,
সবার ঘরে তখনো প্রচুর অন্ন নেই।
ঘরে ঘরে চলছে অরন্ধনের অসহায়তার ক্ষেদোৎসব।"[১৩]

কবি কিন্তু থেমে থাকেননি। তিনি মুক্তিপথ বাতলেছেন, প্রতিবাদের জন্য ভাষা শানিয়েছেন। তা হয়ে উঠেছে সামাজ শুদ্ধির মেনিফেস্টো। নজরুলের মত কবি শঙ্খের কবিতায় দেখা যায় বিদ্রোহের সাজ, বিপ্লবের ঝাঁজ। 'যমুনাবতী' কবিতায় লিখলেন —

"নিভন্ত এই চুল্লিতে মা
একটু আগুন দে
আরেকটু কাল বেঁচেই থাকি
বাঁচার আনন্দে।"[১৪]

অসহায় মানুষ ধর্ম, বর্ণপ্রথার যুপকাষ্ঠে বদ্ধ হওয়ার পরে ফেসেছে ভূমিদাস প্রথার পিজনে। নীতির বদল হয়, বদল হয় নেতার। কিন্তু সাধারণ মানুষ থাকে সেই আঁধারেই। উন্নতির নানান পন্থা আসে, উন্নতি তো দূর বরং সাধারণ মানুষ পড়েছে দুর্ভিক্ষের কবলে, তৈরি হয় দাঙ্গার আবহ। সর্বাধিক ক্ষতি হয় সাধারণ মানুষের। কবি লিখেছেন —

"দু-পারে দুই রুই কাৎলার
মারণী ফন্দিতে তাঁরা আবদ্ধ।"[১৫]

লোলুপ দৃষ্টিতে ভরা এই নিষ্ঠুর সমাজ ভীষণ চতুর। বাস্তবচিত ভাষায় --

> "একটি মুখোশ বরং ভালো। কবি সবারই মধ্যে লুকিয়ে থাকবে ভিড়ে সকল-সাজের মুখোশ নিয়ে।"[১৬]

কবি জানতেন পুঁজিবাদ সমাজের মূলে মূল গ্রন্থনা করে দিয়েছে; তাই তাকে উৎপাটন করতে 'যমুনাবতীর' শরম নরম হাতকে 'হাতিয়ার' বানাতে চেয়েছেন। কারণ কবি জানতেন এই যমুনাবতীদের হাতে সমাধান সূত্র রয়েছে। ওদের —

"হাড়ের শিরায় শিখার মাতন
মরার আনন্দে।"[১৭]

কবির স্বপ্ন এই যমুনাবতীরাই 'মাতৃরূপী দেশমাতৃকা' হয়ে উঠবে একদিন। এরাই সেই সাবিত্রী, যারা জানে যমরূপী স্বেচ্ছাচারদের শাসনব্যবস্থাকে কিভাবে পাল্টাতে হয় —

"চলল মেয়ে চলল।
পেশির দৃঢ় ব্যথা, মুঠোর দৃঢ় কথা, চোখের দৃঢ় জ্বালা
চলল মেয়ে রণে চলল।"[১৮]

এরাই পারে নতুন সামাজিক পরিকাঠামো গড়তে। কারণ এই 'যমুনাবতীরাই' হল স্বদেশের ইতিবাচক শক্তির স্বরূপা। কবি সংকেতে বলেন —

"যমুনাবতী সরস্বতী কাল যমুনার বিয়ে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 18
Website: https://tirj.org.in, Page No. 150 - 162
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

যমুনা তার বাসর রচে বারুদ বুকে দিয়ে
বিষের টোপর নিয়ে।
যমুনাবতী সরস্বতী গেছে এ পথ দিয়ে
দিয়েছে পথ, গিয়ে যে যমুনার বিয়ে।"[১৯]

শঙ্খ ঘোষের কাব্যের পরিমিতি সত্যই বিশেষ আবেদন রাখে। তাঁর আশ্চর্যসুন্দর প্রজ্ঞামোহিত করে পাঠক সমাজকে। বস্তুজীবনের গভীর অভিজ্ঞতাঅর্জিত প্রজ্ঞা এবং দার্শনিকতার মিলন অতি সুন্দর। কবির গভীর প্রজ্ঞার সঙ্গে অনুপম পরিমিতিবোধের দুর্দান্ত মেলবন্ধন ঘটেছে। বাসন্তী মুখোপাধ্যায় লিখেছেন –

> "জীবনই কবির কাঁচামাল। কিন্তু জীবন বড়ো এলোমেলো, সেখানে শৃঙ্খলার নিতান্ত অভাব, অনেক সময় নিয়মের বাইরেই তাঁর পদচারণা। কবি তাঁর রুচি ও বিচারবুদ্ধির সাহায্যে এলোমেলো জীবন থেকে কবিতার উপাদান নির্বাচন করে নেন।"[২০]

বিন্দু কথায় সিন্ধুস্বাদের মতো। তাঁর কবিতা ছোট কিন্তু বৃহৎ ভাবনা। কবির আত্মজিজ্ঞাসা বৃহৎ পৃথিবীর বিশাল আত্মসমীক্ষণ, যা স্থান-কাল-পাত্র পেরিয়ে চিরন্তনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। কবির কবিতায় একটি জাদু আছে। আবার সেই চন্ডীদাস স্মরণে আসে, তিনি নিজে লেখেন একছত্র, আর পাঠকদের দশছত্র লিখিয়ে নেন। কবির কবিতার মধ্যে এ একপ্রকার দার্শনিক প্রত্যয়। কবি মনে করেন সিদ্ধান্ত দেওয়ার দায় কবিদের নেই। তাই তাঁর কবিতা সিদ্ধান্তসুলভ হয়ে ওঠে না। স্বভাবতই পাঠকদের ভাবতে হয়। কবি সেই ভাবার সুযোগও করে দেন। কবি শঙ্খ ঘোষ ছয়ের দশকের আদি লগ্নে আমেরিকার 'বিট' কলমজীবীদের সংস্পর্শে এসে হাংরি মুভমেন্টের সক্রিয় ধ্বজাধারী হয়ে ওঠেন। নকল দেখনদারি নশ্বর জীবনধারার আড়ালে থেকে সভ্যতার উলঙ্গরূপকে সর্বসমক্ষে আনেন। কবি শঙ্খের কাব্যকলায় শোনা যায় সেই নিয়ম ভাঙার ফুৎকার। আবার এই ধ্বনির মধ্যেও কবির আত্মানুসন্ধান অব্যাহত। কিন্তু সেই আন্দোলনের ভাষায় কখনো অশ্লীলতার আঁচ পড়েনি। হাংরি মুভমেন্টের হোতা মলয় রায়চৌধুরি বলেন –

> "কবিতা এখন জীবনের বৈপরীত্যে আত্মস্থ। কারণ, কবিতার মাধ্যমে জীবনের অর্থ অন্বেষণের দিন শেষ হয়ে গেছে। এখন কবিতার প্রয়োজন অনর্থ ঘটানোর জন্য। কবিতা ব্যক্ত করবে মানবিক, দৈহিক ও শারীরিক ক্ষুধার কথা। কবিতা এখন মানুষের শেষ আশ্রয়।"[২১]

কবি শঙ্খের কবিতায় দৈহিক ও শারীরিক ক্ষুধার পাশাপাশি মানবিক বুভুক্ষার কথাও প্রতিফলিত হয়েছে। হাংরি আন্দোলনের অন্যান্য সাহিত্যিকদের মতো তাঁর কবিতা যৌনতায় কিংবা দেহসর্বস্বতায় কলঙ্কিত হয়নি। তাঁর মনন এবং সৃজন সব সময় শুদ্ধতায় ভরা। তাঁর 'পাঁজরে দাঁড়ের শব্দ' কবিতায় দেখতে পাই– 'আমি কি সৃষ্টির দিকে দুয়ার রাখিনি খুলে কাল?' সৃষ্টির দুয়ার তাঁর খোলা আবহমান কালের স্রোতে।

কবির 'কবর' কবিতায় সমাজ বিনির্মাণের বার্তা রয়েছে, কবিতায় সাম্যবাদী আদর্শে অনুপ্রাণিত বিপ্লবীদের শেষ-পরিণতি ফুটে ওঠে অতি বিমর্ষতায়। কবির কবিতার পরতে পরতে শোনা যায় মানবতার হাহাকার মাখা যন্ত্রনা –

"আমার জন্য একটুখানি কবর খোঁড়ো সর্বসহা
লজ্জা লুকোই কাঁচা মাটির তলে-
গোপন রক্ত যা- কিছুটুক আছে আমার শরীরে,
তার সবটুকুতেই শস্য যেন ফলে।"[২২]

শস্য ফলাতে কবির অদম্য প্রয়াস। কিন্তু ব্যর্থতা আর আশাহীনতা তাঁকে এগোতে না দিলেও কবির মরুবালার হাঁটা বন্ধ হয়েনা, হয়তো সে হাঁটা চলছে আজও। কেননা –

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 18
Website: https://tirj.org.in, Page No. 150 - 162
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

"রক্তভরা বীভৎসতায় ভরেছে তার শীর্ণ মাটি
রিক্ত শুধু আমাদের এই গা-টা,
টানা টানা চক্ষু ছিঁড়ে উপচে পড়ে শুকনো কাঁদা
থামল না আর মরুবালার হাঁটা।"[২৩]

দাঙ্গার দৌলতে অসংখ্য মানুষ বাস্তুহারা, দেশত্যাগী বিবাগী। ঘরছাড়া, অসহায় মানবতার পদধ্বনি, দুর্ভাগ্যের নিশায় দিশাহীন যাত্রাপথ 'মরুবালার হাঁটা হয়ে' হাঁটা হয়। মনুষ্যত্বহীন এই পৃথিবীতে কবি শঙ্খের মনে হয় যেন তিনি থেকে গেছেন সেই 'বীর্যহারার দলে'। কবির অন্তিম আর্তি —

"মানুষ হবার জন্য যখন যজ্ঞ হবে, আমার হাড়ে
অস্ত্র গোড়ো, আমায় কোরো ক্ষমা।"[২৪]

পৃথিবীর বুকে যদি সত্যিকারের মানুষ হওয়ার কোনো যজ্ঞ হয়, সেদিন যদি মানুষের আদর্শ বিবেকী, ধ্যানী, জ্ঞানী-গুণী, শোষনছাড়া 'মানুষে'র প্রসার বাড়ে, তবে সেদিন কবির শেষ ইচ্ছা— তাঁর হাড়ে যেন অস্ত্র তৈরি হয়। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন —

> "শঙ্খ ঘোষের কবিতা যে সচেতনতার বিশিষ্ট, তা কোনো আরোপিত সচেতনতা নয়, তা নয় মাত্র সংবেদী সচেতনতা, অবগাঢ় অথচ অবহিত এক চলিষ্ণু সত্তা যা কিছু অর্জন করেছে দুঃখে অথবা ক্রোধে, তিক্ততায় অথবা মাধুর্যে, এ কবিতাগুলি সেই অর্জিত ক্রমবর্ধমান সচেতনতার ফল।"[২৫]

কবি শঙ্খ তাঁর কবিতায় প্রেম এবং অপ্রেমের দারুন একটি দার্শনিক প্রত্যয় বিনির্মাণ করেছেন। তাঁর কবিতায় তাঁর কাব্যআদর্শ তাঁকে মানবিক কবির মর্যাদায় উন্নীত করে। প্রেমে তিনি নির্ভেজাল সহজ সরল প্রেমিক। অপ্রেমের অস্থিরতায় তিনি দারুণ প্রতিবাদী। কবি শঙ্খ কবিতা কাকে বলতে গিয়ে লিখেছেন —

> "কবিতা হল তাই যার মধ্যে দিয়ে আমাদের বেঁচে থাকাকে গভীরতম আর ব্যাপকভাবে ছুঁয়ে থাকতে। পারি আমরা। কবিতা হল তাই যা আমাদের অধিচেতনা আর অবচেতনার সঙ্গে যুক্ত করে দেয় সময় চেতনাকে।"[২৬]

কবির 'কবিতার জগত' আর 'বাঁচার জগত' সম্মিলিত সুরে বাঁধা পড়ে। নকল মুখোশ তাঁকে কখনও পরতে হয়নি। সুখ-দুঃখ, বিষাদ-আনন্দ সবখানেই অচিরেই 'জীবনের অন্ধগলির ছাপ' দেখা যায়। কবি শঙ্খের ব্যক্তিসত্তা আর বেষ্ঠীসত্তা লীন হয়ে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। কবি প্রেম-অপ্রেম, মিত্র-শত্রু, আশা-হতাশা, স্বচ্ছলতা-দীন্যতা সব সমর্পন করেছেন নিজের কবিতার দরবারে তাঁর কথায় —

"হে আমার তমস্বিনী মর্মরিত রাত্রিময় মালা,
মৃত্যুফুলে বেদনার প্রাণদাহী ফুলে ফুলে হে আমার
উদাসীন মালা
আমার জীবন তুমি জর্জরিত করো এই দিনে রাত্রে
দুপুরে বিকেলে
এবং আমাকে বলো, মাটির প্রবল বুকে মিশে যাও তৃণের মতন
আমি হবো তাই
তৃণময় শান্তি হবো আমি।"[২৭]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 18
Website: https://tirj.org.in, Page No. 150 - 162
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

প্রকৃতির প্রেমে কবি আলগা হতে চান। ধূসর বাতাসের অকরুণ আলোক মালায় নিজেকে সাজাতে চান। তাই তার সকরুণ নিবেদন প্রকৃতির কাছে —

"আমাকে আবৃত করো ছায়াভূত
একখানি ধূসর-বাতাস-ঢালা অকরুণ আলোর মালায়।"[২৮]

নগর সভ্যতার দুটি ভিন্নশ্রেণির সত্ত্বাধারী মানুষের দুটি ভিন্নধারার জীবনসংগ্রাম— কবির কাছে অসহনীয় হয়ে উঠেছিল। কাব্যকথনে দেখা যায় 'অসংখ্য মৃত্যুফুলে সভ্যসমাজ পরাজিত', নকল নগরিক জীবনের পর্দার আড়ালে কবি দেখেন আত্মার অপমৃত্যু, 'শরীরী মৃত্যুর স্তূপ' তাঁকে নিভৃতে কাঁদায়। ব্যর্থতা আর নিঃসঙ্গতায় লীন কবি বারবার আঁধার রাত্রির যাত্রী হয়ে ওঠেন। বলেন তিনি —

"হে আমার সুনিবিড় তমস্বিনী ঘনভার রাত্রি, আমাকে হানো
ঐ তার আরুল্লায়িত বেদনার কালো,
তারই চুলে দীর্ঘকাল এ আমার স্নান,
বদ্ধমোহ গতশ্বাস আলুথালু বাঁচা।"[২৯]

কবি শঙ্খের নিঃসঙ্গ, বিমর্ষচেতনা অনেকটা ফরাসি কবি শার্ল বোদলেয়ারের (১৮২২-৬৭) দর্শন সঞ্জাত। বোদলেয়ারের এক স্থানে বলেছিলেন –

> "আপাত-দৃষ্টিতে জটিল মনে হলেও সৃষ্টি এক ও অখন্ড, বাস্তবতা ও আধ্যাত্মিকতা মানবসত্তার দুই প্রকাশ। সেই জন্য বিভিন্ন অনুভূতির মধ্যে একটা যোগসূত্র আছে। একদিকে আধ্যাত্মিক পরমানন্দ, অন্যদিকে হতাশা, জুগুপ্সা, বেদনা...।"[৩০]

কবির মনস্তাত্ত্বিক জগতও যেন এই সূত্রে বাঁধা পড়ে। কবি সমালোচক বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪) বোদলেয়ারের আত্মপীড়ন সম্পর্কে অভিমত ব্যক্ত করেছেন, যা কবি শঙ্খ ঘোষ সম্পর্কে ভীষণ প্রাসঙ্গিক -

> "দানবীয় প্যারিস নগরীর মধ্যে নিঃসীম নিঃসঙ্গতার ভার যে কী দুর্বিসহ এবং তাকে ভোলবার জন্যে কী মর্মন্তুদ চেষ্টা কবির, তা Les Fleurs du Mal এর প্রতি চরণে পরিস্ফুট।"[৩১]

চরম হতাশায় ব্যর্থ কবি, কিন্তু মাঠ ছাড়ার পাত্র তিনি নয়। কবিতাকে তাই তিনি প্রাণের প্রিয় 'মিতা' করে নেন। এই মিতাই হয়তো কবিকে দুদণ্ড শান্তি দেয়। তাঁর কবিতা সখী সুহৃদ সুন্দর হয়ে ওঠে —

> "কত ভালোবেসে মৃদু স্বরে-সুরে বলি তাকে, রে দুরন্ত চোখ, স্পর্শ তাকে কোরো না কোরো না।"[৩২]

তাঁর এই আশা আনন্দ উল্লাসে প্রেমিক কবির কবিতায় রবীন্দ্র রোমান্স পরিদৃশ্যমান হয়। কবি শঙ্খের ভাষায় —

"জলের ডালায় যদি হৃদয় প্রসার করি, তোমারই বিকাশ
মেঘের গুহায় ঢালি হৃদয় যখন, দেখি তোমারই বিকাশ
কুয়াশা উথাল জটা দিক দিক ভরে যদি, তোমারই বিকাশ
স্মরণ যেখানে, প্রাণ যেখানেই, সেখানেই তোমার বিকাশ।"[৩৩]

সময় সমাজের অস্থিরতায় সমকালীন বেশির ভাগ কবিসমাজ যখন কবিতায় ঋণাত্মক ভাবনা পোষণ করছেন, শ্লীলতার মাথা খেয়ে কাব্যধারাকে পাল্টে ফেলছেন, তখন কবি শঙ্খ ইতিবাচক দিশা দেখাচ্ছেন। সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক জ্বরাভার ভাঙার জন্য তিনি গান ধরেন —

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 18
Website: https://tirj.org.in, Page No. 150 - 162
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

"কবি রে, তোর শূন্য হাতে
আকাশ হবে পূর্ণ
উদাস পাখির গভীর সুরে
ডাক দে তারে ডাক দে।
ভাঙতে কাঁকন, ছিঁড়তে বাঁধন
কুলোয় না তার সাধ্যে
কবি রে আজ প্রেমের মালায়
ঢেকে নে তোর দৈন্য।"[৩৪]

কবি শঙ্খের কবিত্ব সম্পর্কে জীবেন্দ্র সিংহ রায় তাঁর 'আধুনিক কবিতার মানচিত্র' গ্রন্থে লিখেছেন —

> "শঙ্খ ঘোষ পঞ্চাশের দশকের কবি। যে কথা তিনি বলেন, তা যে সবসময়ই নতুন কথা এমন নয়। কিন্তু পুরনো কথাকেও তিনি এমন তালে এমন ভঙ্গিতে বাজিয়ে নেন যাতে তা নতুন কালের নতুন কথা হয়ে ওঠে।"[৩৫]

এই ভঙ্গিটাই কবি শঙ্খ ঘোষ। এই ভঙ্গিটাই তাঁর প্রেম, তাঁর স্টাইল, তাঁর নিশান দিহি খাম্বা। এই ভঙ্গিটাই তাঁর প্রেম-অপ্রেমের মিলনভূমি। রবীন্দ্র-জীবনানন্দ পরবর্তী কবি শঙ্খ ঘোষ কবিতার প্রতি দায়বদ্ধতার দায় ভার নিয়ে এগিয়ে চলেন। আবেগাপ্লুত এক স্বর নিয়ে কবি শঙ্খ সকল নিঃসঙ্গতা, দৈন্যতাকে কাটিয়ে এগিয়ে গেছেন আলোর পথে। 'কবির বর্ম' শীর্ষক প্রবন্ধে কবি শঙ্খ ঘোষ অকপটভাবে স্বীকার করেছেন —

> "বিনয়ের মধ্যেও একটা সামর্থ থাকতে পারে, থাকতে পারে আত্মপ্রত্যয়ের এই সম্ভবনাময় বীজ, বিপুল এই ঘোষণা যে, 'দেখো এই হচ্ছি আমি। এইটুকুই, এর চেয়ে বেশি নয়, কমও নয় এর চেয়ে। আর তারপর কে আমার কী বিচার দিল, সে শুধু তার দায়। সে বিচারে আমার আমিত্বের কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি নেই।' গর্বিত এই বিনয়ের ঘোষণাই যে কোনো কবির বর্ম। প্রত্যেক কবি স্বতন্ত্র থেকেও তখন সবাই মিলে গড়ে ওঠে একটা আনন্দময় দল, পরস্পরের মমতামাখানো বহুবিচিত্রের এক উদ্দীপক জীবনসংঘ।"[৩৬]

নানা প্রতিকূলতা থাকা সত্ত্বেও কবি শঙ্খ ঘোষ ইতিবাচক ভাবনার বাতি জ্বালিয়ে গেছেন। বিপথগামী জনসমুদ্রের জোয়ারে কবি বার বার ফিরে আসেন আশাবাদের বন্দরে। 'বাউল' কবিতায় লিখেছেন 'অতৃপ্তির অনল যতই প্রখর হোক, তিনি জানেন হতাশ হয়ে হাল ছাড়লে চলবে না' —

"বুঝতে পারি তোমার বুকে অন্য কিছু আছে।"[৩৭]

এই অতৃপ্তি 'দূর হাওয়াতে ছড়িয়ে দিয়ে 'বুকের অন্ধকারে সুখ বাজিয়ে' সামনে এগিয়ে চলতে বলেন তিনি। বাস্তব জীবনের সামান্য ঘটনাও চিত্রিত হয় অসাধারণ আঙ্গিকে —

"ইচ্ছে হল ব্যাকুল, তবু খুলল না সে ঘর
অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে কেঁদে উঠল স্বর
'এ যে বিষম্য এ যে কঠিন।'
কী যে ছোট্ট বাড়ি-
সকালও তার মুখ দেখে না, বিকেল করে আড়ি।"[৩৮]

এক দীনহীন ঘরে কবির প্রিয়ার আবাস। অনেক কিছুর অভাব থাকলেও, সেখানে ভালোবাসা অন্তহীন। কবির প্রিয়ার মনে নেই অনুযোগ, আছে শুধু ভালবাসা আর বাৎসল্য। অপারঙ্গতার জন্য কবির মনে প্রিয়ার প্রতি মৃদুভয়ের ভ্রুকুটি —

"পীতল মুখে শুন্যে ঝোলে সূর্য সারা দুপুর
ঘরেতে তার তাপ পৌঁছয়, জ্বর হয়েছে শুকুর।
শুকনো ভাঙা বেদানা তার মাথার কাছে খোলা।"[৩৯]

এমনি প্রেম-অপ্রেম, ভাঙা-গড়া, উত্থান-পতনের মধ্যে কবি শঙ্খ ঘোষ নিজের অজান্তে স্বাতন্ত্র্যের চূড়ায় পৌঁছে গেছেন। সময় ও সমাজ সম্পর্কে কবি দারুন সুন্দর পর্যবেক্ষণ —

"পুরোনো গাছের গুঁড়ি, বাকলে ধরেছে কতো ঘুণ?"[৪০]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কিংবা স্বাধীনতা পরবর্তী বিশ্ব তথা ভারতের অসংখ্য সৈনিকের মৃত্যু, আপনহারা মানুষের অমানবিক যন্ত্রণা, হাহাকার, ভারতের স্বাধীনতার জন্য রোষ, দাঙ্গা, ক্ষুধা, মন্বন্তর, সম্ভ্রমহানির বিষাক্ত সময়ের মধ্যে দিয়ে গিয়েও কবি শেষত ইতিবাচক থেকেছেন। অথচ শঙ্খ ঘোষের কবিতা সুন্দর সকালের মতো শুভ্রতায় ভরা। কবি কবিতাকে সাজিয়েছেন বহুমুখী চিন্তা-চৈতন্য মিশ্রণ দিয়ে। কাব্যদেহে ছন্দ-অলঙ্কারের সাথে মিথ ও পুরাণ এসেছে সহজ সুন্দরভাবে। প্রতীক চিত্রকল্পের ব্যবহার বড় বেশি প্রাসঙ্গিক হয়েছে তাঁর কবিতায়। যেমন —

"প্রতিদিন ভোরের কাগজে বর্বরতা
শব্দ তার সনাতন অভিধার নিত্য নব প্রসারণ খোঁজে।"
(কাগজ - জলই পাষাণ হয়ে আছে)

আধুনিকতার জন্য আধুনিক শব্দ বিনির্মাণ করতেই হবে এমন কেউ মাথার দিব্যি দেয়না। পুরাতন শব্দেও নতুনবোধের পূজন করা সম্ভব। কবি শঙ্খ ঘোষের কথায়— 'নতুন শব্দের সৃষ্টি নয় শব্দের নতুন সৃষ্টি কবির অভিপ্রায়।' কাব্য সমালোচক-মহল কবি শঙ্খ ঘোষের আলংকারিক প্রয়োগকে তাঁর কল্পনা, মননশক্তি ও অভিজ্ঞতার শিল্পিত বহিঃপ্রকাশ বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

অলংকারের ছান্দিক প্রয়োগে কবিতা অপরূপ হয়ে উঠেছে —

"মনের মাঝে ভাবনাগুলো/ ধুলোর মতো ছোটে,
যে কথাটা বলব সেটা/ কাঁপতে থাকে ঠোঁটে।' (অন্য রাত)

চিত্রকল্প উপমার অপারবন্ধনে আধুনিক কাব্যভাষা হয়েছে অতি সুন্দর —

'তুমি প্রেয়সীর মতো ব্যথা তুলে তর্জনী তুলে শাসন তুলেছো।' (পিলসুজ)
কিংবা : 'এক মুঠো বাঁচবার মতো প্রাণ খুঁজে খুঁজে ক্লান্ত হই।' (খন্ডিতা)

'বর্ম' কবিতায় কবির ভিন্ন ব্যঞ্জনার অনুপ্রবেশ ঘটে —

'এত যদি গূঢ় চক্র তীর তীরন্দাজ তবে কেন
শরীর দিয়েছো শুধু, বর্মখানি ভুলে গেছো দিতে'। (শ্রেষ্ঠ কবিতা)

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 18
Website: https://tirj.org.in, Page No. 150 - 162
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

এ প্রশ্ন তো জাগতিক নয়, মহাজাগতিক বটে। প্রতীক চিত্রকল্পের আড়ালে সমগ্র মানবতাকে ঘুরে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন তিনি – 'প্রতি রাত্রে মুখে নিয়ে এক লক্ষ ক্ষত।' প্রজ্ঞার পারমিতায় কবিকল্পনা বিবেকবোধের ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

বিপথগামী সমাজের উদ্দেশে কবি লেখেন —

"এটাই লজ্জার। এখনও মজ্জার
ভিতরে এতা আগুপিছু।"[৪১]

কবি শঙ্খের উপলব্ধিতে জীবন যেন দ্বিধাচঞ্চল লবণ সমুদ্রে ভরা, কবি লেখেন —

"অগস্ত্যের চুমুক শুষে নিয়েছে সব জল।"[৪২]

কে বলেছে কবিতাকে আধুনিক করতে হলে রগ-রগে ভাবের- ভাষার প্রয়োজন? এই সারাল্যই আধুনিক কবি শঙ্খের মর্জি। কবির প্রেম গৃহী-সন্ন্যাসীর মতো, রামকৃষ্ণ পরমহংসের মতো, কখনো সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী, কখনো বোহেমিয়ান বিরোধী তাঁর কবিতা —

'ওরা চলে যাবার পর মনে হল ঘরে আমার আকাশ।' গৃহী ঋষির প্রজ্ঞায় লালিত কবির কবিতা ভেষজ, আবার দেশজ। তাই বোহেমিয়ানিজমকে তিনি হালে পানি দেননি। শঙ্খের কাব্যে একটি লীলাময় সত্তাকে অনুভব করা যায়। তাঁর কলমে ফুটে উঠতে দেখা যায় —

"তোমার আঙুলে আমি ঈশ্বর দেখেছি কাল রাতে।'

তাঁর 'পাঁজরে দাঁড়ের শব্দ' কবিতায় অনন্ত গগনে বিচরণকারী লীলার আস্বাদ পাওয়া যায়। অন্যদিকে 'নিহিত পাতাল ছায়া' কাব্যগ্রন্থের 'জল' কবিতায় —

"জল কি তোমার কোন ব্যথা বোঝে?
তবে কেন তবে কেন,
জলে কেন যাবে তুমি নিবিড়ের সজলতা ছেড়ে?
জল কি তোমার বুকে ব্যথা দেয়?
তবে কেন তবে কেন,
ছেড়ে যেতে চাও দিনের রাতের জলভার?'

প্রেমের বাঁধনকে অটুট রাখতে কবির আবেগী আলাপ —

'আমারে তুই বাইন্দা রাখিস'।

কবি শঙ্খের চোখে-পড়া অমিতা সেনের একটি চিঠি মনে পড়ে। 'উর্বশীর হাসি' কাব্যগ্রন্থ পাঠ প্রতিক্রিয়ায় চিঠিটি তিনি লিখেছিলেন —

> "কি ভালো একটি বই লিখেছ— এ রকম বই তুমি ছাড়া আর কে লিখতে পারে বল? ...কি স্বচ্ছ ঋজু ভাষা তোমার। শুষ্ক নয় এতোটুকু, রসে টুপটুপু। গম্ভীর সুরের মধ্যে কি সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা।"[৪৩]

কবি শঙ্খ ঘোষের সাহিত্যউড়ান দেশ-কালের সীমানা পেরিয়ে সর্বজনীন থেকে আন্তর্জাতিক স্তরে উন্নীত হয়েছে। তাঁর যুদ্ধবিরোধী মানসিকতাকে ('আয় আরো বেঁধে বেঁধে থাকি') সকল সাহিত্য সমাজ কুর্নিশ জানিয়েছে। সর্বপ্রকার

আগ্রাসনের বিরুদ্ধে তাঁর কলম গর্জে উঠেছে বারবার। আঁধার থেকে আলোকিত আদর্শের পথে ধাবিত হয়ে কবি শঙ্খ নব্য চেতনায়, প্রেমে, সাম্যে অব্যাহত রেখেছেন আপন যাত্রা।

Reference:

১. ঘোষ, শঙ্খ, অন্যরাত, শঙ্খ ঘোষের শ্রেষ্ঠ কবিতা, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ২০১৬, পৃ. ২১
২. ঘোষ, শঙ্খ, শঙ্খ ঘোষের গদ্যসংগ্রহ (তৃতীয় খন্ড), কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ২০১৪, পৃ. ৭৪
৩. ঘোষ, শঙ্খ, শঙ্খ ঘোষের শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৫, পৃ. ৮৬
৪. ঘোষ, শঙ্খ, নির্বাচিত প্রবন্ধ, নানা প্রসঙ্গ, কথাপ্রকাশ, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ১১
৫. তদেব, পৃ. ১১
৬. ঘোষ, শঙ্খ, কবিতাসংগ্রহ-১, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৪২১, পৃ.৬৭
৭. তদেব, পৃ. ৬৭
৮. তদেব, পৃ.১১
৯. ঘোষ, শঙ্খ, কবিতাসংগ্রহ-১, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৪২১, পৃ.৬৭
১০. ঘোষ, শঙ্খ, শঙ্খ ঘোষের গদ্যসংগ্রহ (তৃতীয় খন্ড), কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ২০১৪, পৃ. ৭৫
১১. ঘোষ, শঙ্খ, কবিতাসংগ্রহ-১, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৪২১, পৃ.১৯
১২. মিশ্র, অশোক কুমার, আধুনিক বাংলা কবিতার রূপরেখা, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ২০১৩, পৃ. ৩৪০
১৩. তদেব, পৃ. ৩৩৯
১৪. ঘোষ, শঙ্খ, শঙ্খ ঘোষের শ্রেষ্ঠ কবিতা, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ২০১৬, পৃ. ২০
১৫. তদেব,পৃ. ২০
১৬. ঘোষ, শঙ্খ, নির্বাচিত প্রবন্ধ, নানা প্রসঙ্গ, ঢাকা, কথাপ্রকাশ, ২০১৪, পৃ.১১
১৭. ঘোষ, শঙ্খ, শঙ্খ ঘোষের শ্রেষ্ঠ কবিতা, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ২০১৬, পৃ. ২০
১৮. তদেব, পৃ. ২০-২১
১৯. তদেব পৃ. ২১
২০. মুখোপাধ্যায়, বাসন্তী, কবিতা ও আধুনিকতা, আধুনিক বাংলা কবিতার রূপরেখা, পৃ. ৪
২১. আরেফিন, সাজ্জাদ, সম্পা, নান্দীপাঠ, 'যাটের কবিতা, স্বতন্ত্র সময়ের শিল্প, জুলফিকার মতিন, সংখ্যা ৫, পৃ. ১৯০
২২. ঘোষ, শঙ্খ, শঙ্খ ঘোষের শ্রেষ্ঠ কবিতা, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ২০১৬, পৃ. ১৩
২৩. তদেব, পৃ. ১৪
২৪. তদেব, পৃ. ১৪
২৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ, বাংলা কবিতার কালান্তর, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ২০০৮, পৃ. ২৪১
২৬. চক্রবর্তী, বিপ্লব, লোকাভরণ আধুনিক কবিতার শৈলী, কলকাতা, পুস্তক বিপনী, ২০০৬, পৃ. ৪১৪
২৭. ঘোষ, শঙ্খ, শঙ্খ ঘোষের শ্রেষ্ঠ কবিতা, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ২০১৬, পৃ. ৯
২৮. ঘোষ, শঙ্খ, শঙ্খ ঘোষের শ্রেষ্ঠ কবিতা, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ২০১৫, পৃ. ১০
২৯. তদেব, পৃ. ৯
৩০. ত্রিপাঠী, দীপ্তি, আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ২০১৭, পৃ. ২৬
৩১. তদেব, পৃ. ২৬
৩২. ঘোষ, শঙ্খ, কবিতাসংগ্রহ-১, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১৪২১, পৃ.২০
৩৩. ঘোষ, শঙ্খ, শঙ্খ ঘোষের শ্রেষ্ঠ কবিতা, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ২০১৬, পৃ. ১১

৩৪. তদেব, পৃ. ১১

৩৫. রায়, জীবেন্দ্র সিংহ, আধুনিক কবিতার মানচিত্র, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ২০১৩, পৃ. ৯০

৩৬. ঘোষ, শঙ্খ, শঙ্খ ঘোষের গদ্যসংগ্রহ, তৃতীয় খন্ড, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ২০১৪, পৃ. ২৪১

৩৭. ঘোষ, শঙ্খ, শঙ্খ ঘোষের শ্রেষ্ঠ কবিতা, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ২০১৬, পৃ. ১৩

৩৮. তদেব, পৃ. ২১

৩৯. তদেব, পৃ. ২১

৪০. ঘোষ, শঙ্খ, শঙ্খ ঘোষের শ্রেষ্ঠ কবিতা, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ২০১৫, পৃ. ৯১

৪১. ঘোষ, শঙ্খ, কবিতাসংগ্রহ-১, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১৪২১, পৃ. ২৩৬

৪২. তদেব, পৃ. ২৩৭

৪৩. ঘোষ, শঙ্খ, পুরোনো চিঠির ঝাঁপি, কলকাতা, একুশ শতক, ১৯৮১, পৃ-১৩